

📖 সুনান আবু দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নম্বরঃ ৬৯৪

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১০৬. আলাপে রত ও ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সামনে রেখে সালাত আদায় করা

باب الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ، قَالَ قُلْتُ لَهُ - يَعْني لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ " .

- حسن

বাংলা

৬৯৪। 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ঘুমন্ত ও বাক্যলাপকারী লোকদের সামনে রেখে সালাত আদায় করো না।[1]

হাসান।

English

Narrated Abdullah ibn Abbas:

The Prophet (ﷺ) said: Do not pray behind a sleeping or a talking person.

ফুটনোট

[1] ইমাম খাত্তাবী 'মা'আলিমুস সুনান' গ্রন্থে বলেনঃ এ হাদীসটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে সহীহ নয়, এর সনদের দুর্বলতার কারণে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব থেকে কে বর্ণনা করেছেন তার নাম

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব উল্লেখ করেননি। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু কা’ব থেকে দু’জন দুর্বল রাবী বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন তাম্মাম ইবনু ইয়াযমা ও ঈসা ইবনু মায়মুন। ইয়াহইয়া ইবনু মাদ্বীন এবং ইমাম বুখারী তাদের দু’জনের সমালোচনা করেছেন। হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ‘আবদুল কারীম আবু উমাইয়্যাহ, মুজাহিদ ইবনু আব্বাস সূত্রে। ‘আব্দুল কারীম বর্ণনাকারী হিসেবে মাত্রক। তাছাড়া নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর সালাত আদায়কালে আশিয়াহ (রাঃ) তাঁর ও ক্বিবলাহর মাঝে ঘুমিয়ে ছিলেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) ইরওয়াউল গালীল (২/৯৪) গ্রন্থে বলেনঃ এর সনদ দুর্বল। সনদে কুরাযী ছাড়া অন্য সবাই অজ্ঞাত। অতঃপর শায়খ আলবানী হাদীসটির অন্যান্য কতগুলো সূত্র উল্লেখ করেন যার প্রত্যেকটিই নিকৃষ্ট ও বাজে। এমন কি তিনি ‘আবদুল কারীম সূত্রে মুজাহিদের মুরসাল হাদীসটিও উল্লেখ করেন এবং তার সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবীর মাত্রক উক্তিও তুলে ধরেন অতঃপর বলেন, তার অনুসরণ করেছেন লাইস। তিনি হলেন ইবনু আবু সুলাইম। তিনিও দুর্বল। অতঃপর বলেন, হাদীসটি সার্বিক বিবেচনায় অন্তত হাসান পর্যায়ে। অন্যথায় এ মুরসাল দ্বারা সহীহ। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আবু দাউদের তাহকীক ও তাখরীজ গ্রন্থে ডঃ আব্দুল ক্বাদির (রহঃ) বলেনঃ আমাদের উস্তাদ শায়খ আলবানীর প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে যদিও একে হাসান বলা হয়েছে কিন্তু হাদীসটি দুর্বল। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এর প্রত্যেকটি সূত্রই দুর্বল ও নিকৃষ্ট। এমন কি মুরসাল বর্ণনাটিও, বরং এটি সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। তা হলোঃ

النَّابِي سَالِمًا لَّاهِي وَاسَالَمَام
سَالَات آدَاي كَرَعَن اَمَآبَاسْآي يَ، ‘آيَشَاه (رَاঃ) تَارْ اَبَ وَ كِيبَلَاهَر مَآبَ شُيَ كِلَنَ।” هَادِيَسْطِي
بُخَارِي وَ مُسَلِمَیْمَر ‘آيَشَاه سُتْرَ بَرْنِيَت آآَحَ।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী □ বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=58012>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন